Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-II, October 2017, Page No. 01-09
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বৈচিত্র্যময় ভারতভূমিতে বহুরূপী জাতীয়তাবাদ : একটি পর্যালোচনা

ত্রিদিব শঙ্কর ধাড়া
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক, বহিত্রকুণ্ডা হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক), প্রাক্তন আংশিক সময়ের শিক্ষক, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Nationalism is not flowing in a single way in the 'land of diversity' of India. Multifarious nationalism has been moving in the holy land of India since pre independent period. Presence of sub nationalism has enriched diversity of our country but a thunderbolt signal has been seen inside the corridor of Indian politics. Indian democracy is being attacked by chauvinism now and then since pre-independent period. India is not only the largest democracy but also a big play-ground of vote bank politics. Hungry politicians are playing with each other to capture the power with the help of nasty strategy and tactics. Nationalism is one of the popular weapons to come back and retain power. On the other hand business companies are trying to conquer mind of customers through advertisement of their products with the use of nationalistic sentiment in the healthy globalized weather. In a recently published report it is mentioned that India will be the largest Muslim country in the world in 2050. As a result a trigger-tension has raised between Hindu and Muslim chauvinism in India. India is forwarding to bipolar politics. The unfortunate incident had been caused at Dadri in U.P. This incident affected secular character of India. If we want to make 'New India' we should fight against hunger, unemployment, malnutrition, illiteracy, prejudice and corruption and bridle religion, caste and language based narrow politics. This is the obstacle in the way of 'New India'. Integral nationalism may implement the dream of 'New India' and protect our diversity and pluralistic culture.

Keywords: Nationalism, Democracy, Vote Bank, New India, Diversity, Pluralistic Culture.

ভূমিকা (Introduction) : সামাজ, রাজনীতি, ভাষা, ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি সহ একাধিক বৈচিত্র্যের পীঠস্থান এই বহুত্ববাদী ভারতভূমি। ভারতীয় গণতন্ত্রের বহুত্ববাদী চরিত্রের জন্য, ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে। ভারতীয় গণতন্ত্রে একাধিক বৈচিত্র্যের সমন্বয়ের ফলে ভারতীয় গণতন্ত্র তাঁর স্ব-গরিমায় অনেক বেশি রঙিন, বর্ণময় ও আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক যাত্রাপথে বিভিন্ন সময় একাধিক জাতীয়তাবাদী ধারা ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্দরমহল কে আন্দোলিত ও শিহরিত করেছে। যা ভারতীয় চলমান রাজনীতির নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজও ভারতীয় রাজনীতিতে 'জাতীয়তাবাদ' সক্রিয় ও প্রাসঙ্গিক রয়েছে। বহুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ ভারতীয় গণতন্ত্রের রুপ, লাবণ্য কে আরও

অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও বিকশিত করে চলেছে। ভারতীয় রাজনীতি কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা এটি লক্ষ্য করব যে, ভারতবর্ষ হল বিশ্বের সেই অনন্য দেশ, যেখানে পরস্পর বিপ্রতীপ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তাবাদী দর্শনের পারস্পারিক সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। তাই একথা বলা যেতে পারে যে, বহুরূপী জাতীয়তাবাদের বিচরণভূমি এই ভারতবর্ষ। আমি বর্তমান নিবন্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন ধারার চালচিত্র সম্পর্কে পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের বিকাশ (Growth of Nationalism in India) : একথা কথিত আছে যে, 'জাতীয়তাবাদের' আবির্ভাব ঘটেছে পাশ্চাত্যের মাটিতে। সেখান থেকে তা বিস্তারলাভ করেছে প্রাচ্যের দেশগুলিতে। পাশ্চাত্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও চেতনা জাগরিত করবার ক্ষেত্রে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। এই বিপ্লবের মূল স্লোগান ছিল 'সাম্য', 'স্বাধীনতা' ও 'সৌভ্রাতৃত্ব'। পরবর্তীকালে ১৭৭৬ সালে আমেরিকার ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রাম জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম কে আরও বেশি সুসংহত ও শক্তিশালী করেছিল।

ভারতবর্ষের মাটিতে জাতীয়তাবাদের বিস্তার ঘটেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে। অনেকে একথা মনে করে যে, সম্রাট অশোক, সমুদ্রগুপ্ত কিংবা সম্রাট আকবরের 'অখণ্ড ভারত' নির্মাণের চিন্তাধারার মধ্যে জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শ লুক্কায়িত ছিল। ভারতীয় গণতন্ত্রের 'পরমত সহিষ্ণুতা' দর্শনের সন্ধান পাই, মোঘল সম্রাট আকবরের ধর্মীয় দর্শন নীতির মধ্যে। যদিও আকবরের সাম্রাজ্য জয়ের নীতির মধ্যে এক ভিন্ন জাতীয়তাবাদী দর্শনের খোঁজ পাই। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে পশ্চিমি শিক্ষার এক বিশেষ অবদান রয়েছে। পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষার সান্নিধ্যে এসে ভারতবর্ষের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ ঘটেছিল। জাতীয়তাবাদ হল এমন একপ্রকার ভাবগত অনুভূতি যা মানুষের মন-জগতে চিন্তা ও চেতনার স্তরে তৈরি হয়। যদিও এই অনুভূতি তৈরি হওয়ার পেছনে এক বা একাধিক বস্তুগত কারণ বিদ্যমান থাকে। যে কারণ বা কারণগুলি একপ্রকার একতা তৈরি করতে সহায়তা করে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল ধারার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, দুটি ভাবনার মধ্যে একদিকে নিজ মাতৃভূমি কে স্বাধীন করবার আকাঙ্ক্ষা ও অপরদিকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চিন্তা। যার ফলশ্রুতিতে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র ভারতবাসী একত্রিত হয়েছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। যা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঐক্যের ভিতকে মজবুত ও শক্তিশালী করেছিল। ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ আছড়ে পড়েছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ ও অ্যানি বেসান্ত এর মতো সমাজ সংস্কারক চিন্তাবিদদের চিন্তাধারা। এ বিষয়ে **বিপান চন্দ্রের (Bipan Chandra)** একটি অভিমত উল্লেখ করতে পারি –

> ***"The Indian national movement was a part of the Indian Renaissance of India which manifested in the form of a general reform movement and produced striking religious and social reforms long before it issued in a movement for political emancipation."***[১]

ভারতবর্ষে সেইসময় যে সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্র জনগণের চিন্তা ও চেতনার স্তরকে জাগরিত করবার জন্য নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়েছিল, তাঁদের এই উদ্যোগ ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করবার ক্ষেত্রে অণুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল। এইসব সংবাদপত্রের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল 'অমৃত বাজার পত্রিকা', 'বোম্বাই সমাচার', 'সম্বাদ কৌমুদী', প্রভৃতি পত্র পত্রিকা। এছাড়া ও ব্রিটিশ সরকারের তৎকালীন সময়ের একাধিক পদক্ষেপ যেমন, 'বঙ্গভঙ্গ', 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' ও 'ইলবার্ট বিল' প্রভৃতি ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি করেছিল। যা

ভারতীয়দের মধ্যে একতার ভীতকে শক্তিশালী করেছিল। এই জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও চেতনা ভারতীয়দের উৎসাহিত করেছিল ব্রিটিশ বিরোধী একের পর এক গণআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ কে অব্যাহত রাখতে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বহুমুখী রুপ (Different Types of Nationalism in India): 'বৈচিত্র্যের পীঠস্থান' এই ভারতভূমিতে জাতীয়তাবাদের বহুমুখী ধারার বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। সুদীর্ঘ অতীত থেকে আজও পর্যন্ত ভারতে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

প্রাক স্বাধীন ভারতবর্ষে দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ভারত তৈরি করবার সংকল্পকে বাস্তবায়নের জন্য যে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল, তা ছিল তৎকালীন ভারতীয় সমাজে মূলস্রোতের জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শে ভারতের আপামর জনসাধারণ শিক্ষিত ও দীক্ষিত হয়েছিল। এটি ছিল একপ্রকার 'অখণ্ড জাতীয়তাবাদ'। যেখানে সমস্ত পরিচিতির উপরে 'আমরা ভারতীয়' এই অনুভূতি প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। যা সমগ্র ভারতবাসী কে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে মানসিক অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ (Hindu Nationalism) : অপরদিকে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকপ্রাপ্ত সোনালী দিনগুলিতে এই অখণ্ড জাতীয়তাবাদী ভাবধারার মধ্যে এক ভিন্ন ঘরানার জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। যে জাতীয়তাবাদের ভাবগত অনুভূতির কেন্দ্রে ছিল হিন্দু জাতি কেন্দ্রিক চিন্তা ও চেতনা। এই জাতীয়তাবাদী ভাবধারা লালিত পালিত হয়েছিল কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন (যেমন জনসংঘ, হিন্দু মহাসভা, বজ্রং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রভৃতি)দ্বারা। এই জাতীয়তাবাদী চিন্তার তাত্ত্বিক মতাদর্শ সরবরাহ করেছেন, বীর সাভারকার, গোলওয়ালকর এর মতো চিন্তাবিদগণ। **বীর সাভারকার** 'হিন্দু' কে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছেন-

> ***"Every person is a Hindu who regards and owns this Bharat Bhumi, this land from the Indus to the seas, as his Fatherland as well as Holyland, i.e. the land of the origin of his religion (…) Consequently the so-called aboriginal or hill tribes also are Hindus: because India is their Fatherland as well as their Holyland of whatever form of religion or worship they follow."***[২]

স্বাধীন ভারতে এই জাতীয়তাবাদী ঘরানাকে বহন করে নিয়ে চলেছে, ভারতীয় জনতা পার্টি, বজ্রং দল, শিব সেনা প্রমুখের মতো রাজনৈতিক দলগুলি।

মুসলিম জাতীয়তাবাদ (Muslim Nationalism) : প্রাক স্বাধীন ভারতবর্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তার পাশাপাশি মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ সংঘটিত হয়েছিল। ধর্ম ভিত্তিক স্বতন্ত্র চেতনাই ভারতের মাটিতে মুসলিম জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল। প্রাচীন ভারত দীর্ঘদিন মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। মুসলমান শাসনের অতীত ঐতিহ্যের মধ্যেই মুসলিম জাতীয়তাবাদের বীজ সুপ্ত অবস্থায় ছিল। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের দাবীর মধ্য দিয়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদ বাহ্যিক ভাবে প্রকট হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসন ব্যবস্থার স্থায়িত্বের স্বার্থে 'বিভাজনের নীতির' মধ্যদিয়ে ভারতীয় অখণ্ড জাতীয়তাবাদকে খণ্ডিত করতে চেয়েছিল। তাঁরা তাদের সুপ্ত ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য, ১৯০৯ সালে **Morley-Minto Reforms** মধ্য দিয়ে মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সীলমোহর দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের এই পদক্ষেপ মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বিকশিত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণার রসদ যুগিয়েছিল। ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লীগ' নামক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সংগঠনের আত্মপ্রকাশ মুসলিম জাতীয়তাবাদকে আরও বেশী সংঘবদ্ধ রুপ প্রদান করে। মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ আরও বেশী গতিশীলতা লাভ করে। 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' প্রচারের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগ তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনাকে চরম পর্যায়ে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯৪০ সালে মুসলিম

লীগ লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবীতে সোচ্চার হয়েছিল। যার চরম পরিণতি হয়েছিল ভারত বিভাজন।

তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ (Third World Nationalism) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়কালে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি যারা 'তৃতীয় বিশ্বের' রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত, তাঁরা বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে নতুন এক রাজনৈতিক মঞ্চ নির্মাণ করেছিল, যে রাজনৈতিক মঞ্চের নাম দেওয়া হয়েছিল 'জোট নিরপেক্ষ মঞ্চ'। এই মঞ্চের নেতৃত্বে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন নামে পরিচিত। এই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে সামিল তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি যে জাতীয়তাবাদী দর্শনে দীক্ষিত তা 'তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ' হিসাবে পরিচিত। এই জাতীয়তাবাদী দর্শন গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদ, নয়া সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও বর্ণবিদ্বেষ এর বিরোধিতার ওপর ভিত্তি করে। অপরদিকে এই জাতীয়তাবাদ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিল। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম রুপকার ছিলেন, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু। তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষে পররাষ্ট্র নীতি নির্মাণে 'জোটনিরপেক্ষতার নীতিকে' এক বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন। তাই তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদী আদর্শের সহিত ভারতীয় দর্শনের এক সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতভূমিতে তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদী দর্শনের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ভাষা, জাতি ও জাতীয়তাবাদ (Language, Nation and Nationalism) : স্বাধীনত্তোর ভারতবর্ষে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা যখন ফুরিয়েছে, তাঁর ফলে অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ক্রমশ দুর্বল হয়েছে। অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে ভাষা, জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতিগত স্বতন্ত্রতার ভিত্তিতে পৃথক আইডেন্টিটির দাবীতে একাধিক উপজাতীয়তাবাদী ধারণার অবয়ব ক্রমশ প্রকট হয়েছে। ভাষার ভিত্তিতে পৃথক রাজ্যের দাবীতে রাজ্য রাজনীতি তথা জাতীয় রাজনীতি বেশ কয়েক দশক উত্তাল হয়েছিল। কেন্দ্রিয় সরকার বাধ্য হয়ে এই আন্দোলন কে স্তিমিত করবার জন্য ১৯৫৩ সালে 'রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন' তৈরি করেছিল। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ হয়েছিল। তারপর ভারতবর্ষে ভাষার ভিত্তিতে একের পর এক পৃথক রাজ্য আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। ১৯৬০ সালে মুম্বাইকে দ্বিখণ্ডিত করে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র নামে দুটি রাজ্য গঠন করা হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব কে দ্বিখণ্ডিত করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা নামে দুটি রাজ্য গঠন করা হয়েছিল।[৩] এভাবে ভারতবর্ষের মানচিত্রে ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড সহ একাধিক রাজ্য গঠিত হয়েছিল। যার সর্বশেষ নবতম সংযোজন 'তেলেঙ্গানা' রাজ্য। এখনও পর্যন্ত যেসব জাতি গোষ্ঠী কিংবা ভাষা গোষ্ঠীর দাবী পূরণ সম্ভব হয়নি, তাঁরা তাদের দাবীর স্বপক্ষে আজও আন্দোলনে সামিল রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে আমরা পশ্চিমবঙ্গে গোর্খা উপজাতির পৃথক 'গোর্খাল্যান্ডের' দাবীর কথা উল্লেখ করতে পারি। এভাবে আইডেন্টিটি পলিটিক্স কে কেন্দ্র করে ভারতীয় অখণ্ড জাতীয়তাবাদ বহু উপধারায় বিভক্ত হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ (Secular Nationalism) : প্রাক স্বাধীনতার সময় থেকে আজও পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদের এক বিশেষ রুপের নিত্য প্রবহমানতা বিশেষরূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই জাতীয়তাবাদী চিন্তার ধারক ও বাহক ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। জাতীয়তাবাদের এই ধারা 'সেকুলার জাতীয়তাবাদ' হিসাবে বহুল পরিচিত। যদি ও 'সেকুলারিজম' এই শব্দটি বিতর্কিত। 'সেকুলারিজম' ধারনাটির জন্ম পাশ্চাত্যের মাটিতে হয়েছিল। তবে পশ্চিমে 'সেকুলারিজম' কে যে অর্থে দেখা হয়, ভারতবর্ষের মাটিতে বহু চর্চিত 'সেকুলারিজম' সেই অর্থ বহন করে না। ভারতীয় ঘরানার 'সেকুলারিজম' জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর 'সর্বধর্ম সমন্বয়ের' দর্শনে বিশ্বাসী। এবিষয়ে **মহাত্মা গান্ধীর** একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে পারি-

> ***"I do not expect India of my dreams to develop one religion that is to be wholly Hindu or wholly Christian or wholly Mussalman, but I want it to by wholly tolerant, with its religions working side by side with one another."***[৪]

ভারতবর্ষের মাটিতে যারা সেকুলার জাতীয়তাবাদী ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

স্বাধীন ভারতে নেহেরুর আমলে সেকুলার জাতীয়তাবাদ মজবুত ও শক্তিশালী হয়েছিল। নেহেরুর জাতীয়তাবাদী চিন্তা গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে সামনে রেখে। তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তার মধ্যে মানবতা, সমাজবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের এক অদ্ভুত সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয়তাবাদী দর্শন সমস্ত ধরণের ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে সহিষ্ণুতা, ঐক্য ও সংহতির বার্তা বহন করে। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে **নেহেরুর** অভিমত ছিল-

> ***"Nationalism does not mean Hindu nationalism, Muslim nationalism or Sikh nationalism. As soon as you speak of Hindu, Sikh or Muslim, you do not speak for India. Each person has to ask himself the question: what do I want to make of India — one country, one nation or 10, 20 or 25 nations, a fragmented and divided nation without any strength or endurance, ready to break to pieces at the slightest shock? Each person has to answer this question. Separateness has always been the weakness of India. Fissiparous tendencies, whether they belong to Hindus, Muslims, Sikhs, Christians or others, are very dangerous and wrong. They belong to petty and backward minds. No one who understands the spirit of the times can think in terms of communalism."***[৫]

ভারতবর্ষে এই সেকুলার জাতীয়তাবাদী দর্শনের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল ঐতিহাসিক ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে। যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। এই আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির চিত্র তৎকালীন ব্রিটিশের চোখে ও দৃশ্যমান হয়েছিল।

> ***"Thomas Lowe, a British army commander, who observed that "the cow-killer and the cow-worshipper, the pig-hater and the pig-eater" fought together."***[৬]

গান্ধী নেহেরু উভয়ই সেকুলার জাতীয়তাবাদী দর্শনে দীক্ষিত ছিল, কিন্তু পার্থক্য এই জায়গায় গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনের এক বিরাট জায়গা জুড়ে ছিল আধ্যাত্মবাদ। অপরদিকে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ম্যাকিয়াভেলির রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে নেহেরুর রাজনৈতিক দর্শনের একপ্রকার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইতালির ফ্লোরেন্স তনয়া ম্যাকিয়াভেলি ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথক করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৭] নেহেরু তাঁর সেকুলার জাতীয়তাবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে সেই পথই অনুসরণ করেছেন। তাই নেহেরুর রাজনৈতিক দর্শনে এই আধ্যাত্মবাদের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

পণ্য ও জাতীয়তাবাদ (Commodity and Nationalism) : আজকের একবিংশ শতাব্দীর বাণিজ্যিক মহলে যে সমস্ত পরিভাষা ব্যাপকভাবে লোকসমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল 'Brand'। 'Brand' সংস্কৃতি বাণিজ্যিক মহলে আজকে অনেক বেশী জনপ্রিয়। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ফ্যাশন সচেতন আধুনিক নব্য ভারতীয়র কাছে 'Brand' একটি আকর্ষণীয় বিষয়। 'Brand' হল এমন এক প্রকার পণ্যচিহ্ন যার দ্বারা পণ্যের গুণমান, কোম্পানির মূল্যবোধ, কোম্পানির পরিচিতি, কোম্পানির প্রতি ক্রেতার বিশ্বাসযোগ্যতা, বাণিজ্যিক মুনাফা

এসব কিছু এরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই 'Brand' এর পরিচিতি কে পাথেয় করে একটি পণ্য বাণিজ্যিক মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ভোগবাদী সমাজে 'Brand' সংস্কৃতি দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। কোম্পানি গুলি প্রতিযোগিতার বাজারে নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য নিজস্ব পণ্য চিহ্নের (Brand)পাশাপাশি পণ্য কেন্দ্রিক কিছু স্লোগান ও ব্যবহার করে থাকে, যার দ্বারা মুক্তমনা আধুনিক ফ্যাশন সর্বস্ব ক্রেতাকে আকর্ষিত করা যায়। এই কোম্পানিগুলি বাণিজ্যিক মুনাফার স্বার্থে মনমোহিনী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করবার ইঁদুর দৌড়ে সামিল। বিশ্বায়ন বাজারকেন্দ্রিক, মুনাফা ভিত্তিক একপ্রকার পণ্যায়িত সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। যেখানে মানবিক মূল্যবোধ অপেক্ষা মুনাফা অনেক বেশী অগ্রাধিকার পায়।

আজকের তামাম বিশ্ব ভোগবাদী সমাজের অবাধ বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষে ও পণ্যায়িত জাতীয়তাবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আজকের বিভিন্ন কোম্পানি বাজার দখলের জন্য বিশ্বায়নের অনুকূল স্বাস্থ্যকর বাণিজ্যিক আবহ কে কাজে লাগিয়ে, স্বদেশ প্রেমিক নাগরিকদের জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শে শৈল্পিক বাণিজ্যিক শিহরণ জাগিয়ে, জাতীয়তাবাদী মোড়কে পণ্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে, সুকৌশলে ক্রেতার মন জয় করবার আপ্রান চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ হিসাবে ভারতীয় বাণিজ্যিক মহলে পরিচিত কিছু পণ্যের জনপ্রিয় কিছু স্লোগান উল্লেখ করতে পারি। যেমন "The taste of India", "Desh ka namak", Desh ki Dhadkan" প্রভৃতি। এভাবেই বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলি নিজেদের পণ্য বিক্রির স্বার্থে জাতীয়তাবাদী আবেগকে সুকৌশলে ব্যবহার করে চলেছে। জাতীয়তাবাদী আবেগকে ব্যবহার করে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করা কতখানি যৌক্তিক বা কতখানি নৈতিক ? এই বিতর্কে প্রবেশ না করে ও একথা আমরা বলতে পারি যে, ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আদর্শের সহিত বাণিজ্যিক জগতের একপ্রকার নিবিড় বন্ধন তৈরি হয়েছে। এটি ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একাধিক রুপের মধ্যে অন্যতম রুপ।

জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রতিক ভারতীয় রাজনীতি (Nationalism and Recent trend of Indian Politics) : ভারতবর্ষে অখণ্ড জাতীয়তাবাদের মধ্যে একাধিক উপ জাতীয়তাবাদী ধারার আত্মপ্রকাশ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বাহ্যিক অবয়ব কে বৈচিত্র্যময়, রঙিন ও বর্ণময় করে তুললে ও ভারতীয় রাজনীতির অন্দর মহলে তা এক গভীর কালো মেঘের অশনি সংকেত দিচ্ছে। উপ জাতীয়তাবাদী ধারার উগ্র কর্মকাণ্ডের পরিণামে আমাদের ঐতিহ্যশালী ভারতীয় গণতন্ত্র বিভিন্ন সময় রক্তাক্ত ও ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। ভারত যেমন বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঠিক তেমনি ভারত বিশ্বের বৃহৎ ভোট ব্যাংক রাজনীতির বৈচিত্র্যময় রঙ্গমঞ্চ ও বটে। এই রঙ্গমঞ্চে গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক নাগরিকের বিচরণ যেমন রয়েছে, অপরদিকে ক্ষমতা লোভী ক্ষুধার্ত রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা দখলের নগ্ন মল্লযুদ্ধ ও রয়েছে। ভারতবর্ষে কিছু পেশাদারী রাজনীতিবিদ রয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মেকি দেশপ্রেমিকতার নামাবলী গায়ে দিয়ে, কেউ কেউ ধর্মনিরপেক্ষতার তাত্ত্বিক বাগাড়ম্বর করে, আবার কেউ প্রতিশ্রুতির ডালি সাজিয়ে ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করতে সিদ্ধহস্ত। এই সমস্ত পেশাদারী রাজনীতিবিদদের মোহময় মায়াজালে সাধারণ দরিদ্র তথা মধ্যবিত্ত নাগরিক মোহিত হতে বাধ্য। এর ফলে ওই সমস্ত পেশাদারী রাজনীতিবিদরা ভিন্ন ভিন্ন দলের ছত্রছায়ায় থেকে ক্ষমতার অলিন্দে অবাধে নিয়ত বিচরণ করে থাকে। রাজনৈতিক দলের কাছে এরা অধিক জনপ্রিয় কারণ রাজনীতির জটিল পাটিগণিতের হিসেব কষতে এরা পটু। এই ক্ষমতাশালী ধূর্ত পেশাদার রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার মসনদে নিজেদের আসীন করবার জন্য সুকৌশলে জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন উপধারা গুলির আবেগকে উৎসাহিত করে নিজেদের ভোট ব্যাংকের স্বার্থে ব্যবহার করে। কার্যত এরাই ভিন্ন ভিন্ন ধারার মৌলবাদী চিন্তাকে সযত্নে লালন পালন করে।

সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, যা নিয়ে রাজনীতি মহলে যথেষ্ট উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে, Pew Research Center থেকে যেখানে বলা হয়েছে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্ব তথা ভারতের জনসংখ্যাগত অবস্থানের আমূল পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। যে হারে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, আগামী-

দিনে (২০৫০) ভারত বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।[৮] বর্তমানে মুসলিম জনসংখ্যার দিক থেকে ইন্দোনেশিয়া প্রথম স্থানে রয়েছে। ভারতের অবস্থান দ্বিতীয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলি ও কিছু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ আশঙ্কা প্রকাশ করছে যে, এর ফলে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় রাজনীতির অন্দরমহলে এক গভীর প্রভাব পড়তে পারে। যা ভারতীয় রজনীতির নয়া অধ্যায় সূচিত করতে পারে।

বর্তমান ভারতবর্ষের বেশ কিছু অঙ্গরাজ্যে রাজনীতির ভাগ্য নির্ধারণে মুসলিম ভোটাররা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন জম্মু কাশ্মীর, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রমুখ রাজ্য। আবার এই সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরে ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ২০১১ সালের জনগণনাতে এই চিত্র (সারণি -১) প্রতিফলিত হয়।[৯]

সারণি -১

২০১১ জনগণনা অনুযায়ী ভারতে হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার অবস্থানগত চিত্র।

ক্রমিক সংখ্যা	**রাজ্য /কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল**	**মুসলিম জনসংখ্যা (শতকরা হিসাবে)**	**হিন্দু জনসংখ্যা (শতকরা হিসাবে)**
১	জম্মু-কাশ্মীর	৬৮.৩১%	২৮.৪৪%
২	আসাম	৩৪.২২%	৬১.৪৭%
৩	পশ্চিমবঙ্গ	২৭.০১%	৭০.৫৪%
৪	কেরালা	২৬.৫৬%	৫৪.৭৩%
৫	উত্তরপ্রদেশ	১৯.২৬%	৭৯.৭৩%
৬	বিহার	১৬.৮৭%	৮২.৬৯%
৭	ঝাড়খণ্ড	১৪.৫৩%	৬৭.৮৩%
৮	উত্তরাখণ্ড	১৩.৯৫%	৮২.৯৭%
৯	লাক্ষাদ্বীপ	৯৬.৫৮%	২.৭৭%
১০	দিল্লী	১২.৮৬%	৮১.৬৮%

তথ্যসূত্র – All India Religion Census Data - 2011

তাই এই সমস্ত রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে মুসলিম ভোট ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি ও মুসলিম ভোট ব্যাংককে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে এসে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য মুসলিম তোষণের রাজনীতি করতে ও দ্বিধাবোধ করে না। এই মুসলিম ফোবিয়া থেকে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দলগুলি হিন্দু ভোট ব্যাংক কে সংঘবদ্ধ করবার জন্য মেরুকরণের রাজনীতির পথে পরিচালিত হচ্ছে। উদাহরণ সরূপ সাম্প্রতিক কালের বেশকিছু কর্মসূচির কথা উল্লেখ করতে পারি। যেমন 'গো রক্ষা', 'গোমাতা পূজা', 'গো হত্যা নিষেধ' করা, 'ঘর ওয়াপসি', 'তিন তালাক', 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি', '৩৭০ ধারা' বাতিলের মতো কর্মসূচি এর পরিণতি হিসাবে 'দাদরির' মতো অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে চলেছে। যা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য কে কালিমালিপ্ত করছে, তা কখনই কাম্য নয়।

জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম যে কোন জাতির ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ও শুভ দিক। ভারতে প্রতিটি জাতি সত্ত্বার যদি সুস্থ বিকাশ ঘটে তাহলে সামগ্রিক ভাবে তা ভারতবর্ষের বিকাশের পথকে প্রশস্ত করবে। জাতি, ধর্ম, ভাষার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া উপ জাতীয়তাবাদী ধারা গুলি যদি ভারতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যদিয়ে

নিজেদের দাবী পূরণ ও বিকাশ সংগঠিত করতে পারে, তাহলে উপ জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষের অখণ্ড জাতীয়তাবাদের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। প্রতিটি উপ জাতীয়তাবাদের স্লোগান হওয়া উচিত-

"নিজে বাঁচ ও অপরকে বাঁচতে দাও"

পরিবর্তে উপ জাতীয়তাবাদ যদি উগ্র ও অন্ধ জাতীয়তাবাদের রুপ পরিগ্রহ করে তাহলে সেই জাতীয়তাবাদ দেশের অখণ্ড জাতীয়তাবাদকে আহত করে। এমনকি দেশকে ভয়ানক সঙ্কটের সম্মুখিন করতে পারে। ভারতে এরকম ঘটনার একাধিক নজির রয়েছে। যেমন অখণ্ড ভারত খণ্ডিতভাবে স্বাধীনতা লাভ করেছে। তাই ১৯৪৭ সালে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করেছিল সেই স্বাধীনতার মধ্যে উদ্দাম আনন্দ ছিল না। আনন্দের সহিত যুক্ত ছিল বেদনার সুর, দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু মানুষের বুকভরা কান্না, হাহাকার তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দুর্ভাগ্য হলেও এটি বাস্তব যে, স্বাধীন ভারতে ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একাধিক কলঙ্কজনক নজির রয়েছে। যেমন বাবরি মসজিদ ধবংস(১৯৯২), শিখ বিরোধী দাঙ্গা (১৯৮৪), মুজফর নগর দাঙ্গা (২০১৩), গুজরাট হিংসা (২০০২), কিংবা সাম্প্রতিক কালে দাদরির মতো ঘটনা (২০১৫) অন্ধ, উগ্র, নগ্ন ও হিংস্র জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ। এই জাতীয়তাবাদ যেমন বিভাজনের রাজনীতি কে লালন করে ঠিক তেমনি অপরদিকে এই জাতীয়তাবাদ ভারতের ঐক্য সংহতি, সমন্বয়, পরমত-সহিষ্ণুতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবাদর্শকে কালিমালিপ্ত করে।

উপসংহার (Conclusion) : একবিংশ শতাব্দীতে ভারতকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে কিংবা সম্প্রতি বহু চর্চিত 'নয়া ভারতের' স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চাইলে, আমদের ধর্ম, ভাষা ও জাতপাত কেন্দ্রিক লড়াই অবিলম্বে বন্ধ করা জরুরী। পরিবর্তে ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্ব, অপুষ্টি, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, দুর্নীতি প্রভৃতি জ্বলন্ত সমস্যা গুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই আন্দোলনে সামিল হতে হবে। সম্প্রতি প্রকাশিত Global Hunger Index Report -2017 ক্ষুধা নিবারণে ভারতের দৈন্য ও উদ্বেগজনক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। ১১৯ টি বিকাশশীল রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১০০ তম স্থানে। সেখানে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির অবস্থান যথাক্রমে নেপাল ৭২ তম, মায়ানমার ৭৭ তম, শ্রীলঙ্কা ৮৪ তম, বাংলাদেশ ৮৮ তম ও চীন ২৯ তম স্থানে অবস্থান করছে। যদিও পাকিস্থান ১০৬ তম ও আফগানিস্থান ১০৭ তম স্থানে রয়েছে।[১০] এই তথ্য প্রমাণ করে স্বাধীনতার সত্তর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ও দারিদ্র নিবারণে আমাদের ভূমিকা খুব সন্তোষজনক নয়। আধুনিক ভারত নির্মাণের পথে এগুলি প্রধান অন্তরায়। এই লড়াই আন্দোলনে আমাদের জয়যুক্ত হতেই হবে। তাঁর জন্য প্রতিটি ভারতীয়র মনোজগতে অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করতে হবে ও পরমত সহিষ্ণুতার দর্শনে দীক্ষিত হতে হবে। সেইসঙ্গে ভারতের মূল স্রোতের রাজনৈতিক দল গুলিকে সঙ্কীর্ণ ভোট রাজনীতির পথ পরিত্যাগ করে জনগণের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে ব্রতী হতে হবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ কে সুনিশ্চিত করতে হবে। তবে এই অংশগ্রহণ যেন জনগণের প্রতীকী অংশগ্রহণ না হয়, যুক্তিবোধ ও বিচার বিবেচনা প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ কে সুনিশ্চিত করা খুব জরুরী। এরজন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি প্রয়োজন, তাঁর দায়িত্ব সরকার কে নিতে হবে। সরকার সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য অশ্রু বিসর্জন না করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রকৃত মানোন্নয়নে মনোনিবেশ করা উচিত। যাতে করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন থেকে বঞ্চনা ও ভীতি দূরীভূত হয়। এ বিষয়ে আমরা **নেহেরুর** একটি অভিমত উল্লেখ করতে পারি-

> *'সংখ্যালঘুদের প্রতি শুধু সমদর্শী হলেই চলবে না, তাঁরা যাতে সেটা অনুভব করতে পারেন, তা নিশ্চিত করাও সরকারেরই দায়িত্ব।' অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দাবি ওঠার পর বলেছিলেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যা করতে পারে, সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে তা পারে না— তারা সংখ্যালঘু বলেই পারে না।'*[১১]

এই অখণ্ড জাতীয়তাবাদী চেতনাই পারে ভারতের 'অখণ্ডতা', 'বৈচিত্র্যতা' ও 'বহুত্ববাদী সংস্কৃতি' কে অটুট রাখতে। যার জন্য ভারত তামাম বিশ্বে আজও প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে বাঙালি তথা বিশ্ববাসীর প্রাণের কবি **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের** একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে পারি-

"Oneness amongst men, the advancement of unity in diversity – this has been the core religion of India"

তথ্যসূত্র (Reference) :

১। Dr. Meena, Hareet, Kumar.(2016) Understanding the Nature and Growth of Indian Nationalism in the Latter Half of 19th Century. American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences.14(2), 108-113.

২। wikipedia. Vinayak Damodar Savarkar.

৩। মহাপাত্র, অনাদিকুমার. (১৯৯১). ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি (পঞ্চম সংস্করণ,২০০০).পৃ. ১০৬০.

৪। Joshi, P. C. (*25 November, 2007).* Gandhi-Nehru Tradition and Indian Secularism. Mainstream, (Vol XLV No 48).

৫। **Nehru on national unity. The Hindu. Nov 12, 2002.**

৬। Sampath, G. (APRIL 17, 2017). Nationalism then and now. The Hindu.

৭। Srivastava,Vivek, Kumar. (November 15, 2014). Nehru and his Views on Secularism. Mainstream, (VOL LII, No 47).

৮। Ahmad, Tufail.(Mar 03, 2017). India will be home to world's largest Muslim population by 2050, but is the country ready for the change?'.Firstpost.

৯। All India Religion Census Data (2011). http://www.census2011.co.in/religion.php

১০। PTI. (OCTOBER 12, 2017). India 100th on global hunger index, trails North Korea, Bangladesh. The Hindu.

১১। গুপ্ত, অমিতাভ. (২১ জুলাই, ২০১৬). চোখের সামনে নেহরুর ভারত থেকে দেশটা নরেন্দ্র মোদীর ভারত হয়ে গেল. আনন্দ বাজার পত্রিকা, http://www.anandabazar.com/editorial/from-nehru-to-modi-india-s-reformation-1.439002.